ইমাম হোসাইন رضي الله عنه এর

ইবাদত

27-August-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি আমার নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হবে, যে সবচেয়ে বেশি দুনিয়ায় আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল বিতর, বাবু মাজাআ ফি ফযলিস সালাত..., ২/২৭, হাদীস ৪৮৪)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: কিয়ামতে সবচেয়ে আরামে সেই হবে, যে **রাসূলে পাক** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথেই থাকবে আর **হুযুর** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সহচর্য লাভের মাধ্যম হলো অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। এ থেকে জানা গেলো, দরূদ শরীফ

হলো অনন্য একটি নেকী, সমস্ত নেকী দ্বারা জান্নাত পাওয়া যায় আর এর দ্বারা **জান্নাতের দুলহা, রাসূলে পাক** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) কে পাওয়া যায়। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/১০০)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِیَّۃُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِہٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَی اللّٰہ!, اُذْکُرُ اللّٰہ!, صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে আহলে বাইত! মুহাররামুল হারামের বরকতময় মাস এসে গেছে, এই মুবারক মাস শহীদানে কারবালা এবং বিশেষকরে ইমামে আলী মকাম, সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কীত, এরই প্রসঙ্গক্রমে আজকের বয়ানে আমরা ইমামের আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর তাকওয়া ও পরহেযগারীতা, সদকা ও খয়রাত, ফাযায়িল ও ফযিলত, শান ও মহত্ব, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তাঁর প্রতি ভালবাসা ও বিশেষকরে তাঁর ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ও ইবাদতের ঘটনাবলী শ্রবণ করবো।

আসুন সর্বপ্রথম একটি ঘটনা শ্রবন করি:

ইমাম হোসাইনের প্রতি ভালবাসার প্রতিদান

হযরত আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: একবার আমর বিন লাইসের সামনে তার সমস্ত বাহিনীকে জড়ো করা হলো, আমর বিন লাইস যখন নিজের এই বিশাল বাহিনী দেখলো তখন কেঁদে দিলো এবং মনে মনে বলতে লাগলো, আহ! যদি ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহাদতের সময় আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম আর আমার সাথে এত বড় বাহিনী থাকতো তবে আমি নিজের প্রাণ, শান ও শওকত এবং পুরো বাহিনীকে তাঁর প্রতি কুরবান করে দিতাম। সেই যুগের কোন অলীর স্বপ্নে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত হলো, তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমর বিন লাইসকে বলে দাও যে, তার মনে যে খেয়াল এসেছে, আমি তা জানি আর আমি তার ইচ্ছাকে কবুল করে নিয়েছি, **আল্লাহ পাক** তোমার এই ইচ্ছা ও খেয়ালের কারণে মহান প্রতিদান দান করুক। যখন স্বপ্নদ্রষ্টা আমর বিন লাইসকে এই সুসংবাদ শুনালেন তখন সে খুশিতে আন্দোলিত হয়ে উঠলো আর তার চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হতে লাগলো।

(রুস্তানুল ওয়ায়েজিন, মজলিশ ফি ফযলে ইয়াওমে আশুরা ওয়া মাজাআ ফিহা, ২৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে ইমাম হোসাইন! আপনারা শুনলেন তো! যেই সৌভাগ্যবান নিজের প্রসিদ্ধি এবং পদমর্যাদার তোয়াক্কা না করে শুধু অন্তরে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি এবং **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন ও **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্পর্ক ও সম্মানের কারণে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি প্রকাশ করে, নিজের অন্তরে তাঁর খেদমত করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তবে সেই সৌভাগ্যবানের প্রতি অবশ্যই **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহ হয়ে থাকে, যেমনটি বর্ণনাকৃত ঘটনায় আমরা শুনলাম যে, নিজের একজন গোলামের স্বপ্নে তাশরীফ এনে আমর বিন লাইসের জন্য সুসংবাদ ইরশাদ করেন এবং তার অন্তরে আসা খেয়ালকে (Opinion) আপন দরবারে কবুল করে নিলেন। তাছাড়াও আমর বিন লাইসের উপর ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ভালবাসার কারণে আরো কি কি দয়া ও অনুগ্রহ হলো, আসুন! শুনি;

ইমাম হোসাইনের প্রতি ভালবাসার কারণে মাগফিরাত হয়ে গেলো

খোরাসানের শাসক আমর বিন লাইসকে ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন: **দয়ালূ আল্লাহ** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: কোন কারণে? তিনি বললেন: একবার আমি পাহাড় থেকে আমার বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখে খুশি হলাম, তখন আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম, আহ! যদি আমি সেই সময় কারবালার ময়দানে থাকতাম, যখন এজিদের বাহিনী ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং অন্যান্য আহলে বাইতের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন করছিলো, তবে আমি তাঁর কিছু খেদমত করতে পারতাম। আর **দয়ালূ আল্লাহ** এই নিয়তের কারণেই আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (মাদারিজুন নবুয়ত, বাবুন নাহম যিকরে হুকুক আনহাদরাত, ১/৩০৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এটাই বাস্তবতা, যে লোক নিজের অন্তরে আহলে বাইত ও হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালবাসা ধারণ করে, সে দুনিয়া ও আখিরাতের বরকত সমূহ থেকে অংশ পেয়ে থাকে, কেননা পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এমনই, যেমন **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ভালবাসা। পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসা দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণের উৎস। এমনকি পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত লাভের মাধ্যম। যেমনটি **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ওসীলা অর্জন করতে চায় আর এটা চায় যে, আমার দরবারে তার কোন খেদমত হোক, যার কারণে কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করবো, তার উচিৎ, আমার আহলে বাইতের খেদমত করা ও তাঁদের খুশি করা। (বারাকাতে আলে রাসূল, ১১০ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে আহলে বাইত! আমাদেরও উচিৎ যে, পবিত্র আহলে বাইত এবং বিশেষকরে সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র চরিত্রের আলোকিত দিক সমূহের উপর আমল করা, এই সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে খুবই আদব ও সম্মান করা, তাঁদের খুশিকে নিজের খুশি এবং তাঁদের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করা, তাঁদেরকে

মন ও প্রাণ দিয়ে ভালবাসা, কেননা **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হাসানাঈন করীমাঈনদের অশেষ ভালবাসতেন।

হাসানাঈন করীমাঈনের প্রতি ভালবাসা

হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কোলে খেলা করছিলেন। আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনি তাঁদেরকে ভালবাসেন? **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি তাঁদেরকে ভালবাসবো না কেন, তাঁরা তো আমার দু'টি ফুল, যার সুগন্ধ আমি নিয়ে থাকি। **(মু'জামু কবীর, ৪/১৫৫, হাদীস ৩৯৯০)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে ইমাম হোসাইন! আল্লাহ পাক ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে অসংখ্য বিশেষত্ব এবং শান ও মহত্ব দ্বারা ধন্য করেছেন, তাঁর ইবাদত ও রিয়াযত, তাকওয়া ও পরযেগারীতার ঘটনাবলী শ্রবণ করার পূর্বে তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও পরিচিতি (Introduction) শ্রবণ করি।

রাসূলের নাতির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

☆ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্ম ৫ শাবান ৪র্থ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় হয়েছে। ☆ তাঁর নাম **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **"হোসাইন"** এবং **"শাব্বির"** রেখেছেন। ☆ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপনাম **"আবু আব্দুল্লাহ"** ও উপাধী **"সিবতু রাসূলিল্লাহ"** আর **"রায়হানাতুর রাসূল" (রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুল)। ☆ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জান্নাতী যুবকদের সর্দার। **(সিয়রে আলামুন নিবালা, আল হুসাইনুশ শহিদ..., ৪/৪০২-৪০৪)** ☆ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর কানে আযান দিয়েছেন। **(কানযুল ঈমান, ১৬তম অংশ, ৮/২৫২। হাদীস ৪৫৯৯৩)** ☆ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুবই দানশীল ও নেক স্বভাবের ছিলেন। ☆ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কয়েকবার পায়ে হেঁটে হজ্ব করেছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা মুসআব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

মদীনা মুনাওয়ারা থেকে পায়ে হেঁটে (২৫ বার) হজ্ব করেছেন। (আসাদুল গা'বা, আল হোসাইন বিন আলী, ২/২৮, নম্বর ১১৭৩) ✯ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং তাঁর আব্বাজান আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে ইলমে দ্বীনের বিশাল ভান্ডার পেয়েছেন। ✯ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জ্ঞানগর্ব কথাবার্তা (Discourse) খুবই হৃদয়াঙ্গম হতো, মানুষের এরূপ ইচ্ছা হতো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যেনো চুপ হয়ে বসে না থাকেন বরং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাদানী ফুল ছড়াতে থাকেন। ✯ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **আপন নানাজান হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, আব্বাজান, আম্মাজান এবং আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং বর্ণনা করেন। ✯ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জ্ঞানের আসর স্থায়ীভাবে মসজিদে নববীতে হতো, যাতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মানুষকে ফিকাহের মাসআলা সম্পর্কে অবহিত করতেন। ✯ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ১০ মুহাররামুল হারাম ৬১ হিজরীতে কারবালার ময়দানে শাহাদত বরণ করেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইবাদত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র চরিত্রের আলেকিত অংশ থেকে জানা গেলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সকল গুণাবলীতে নিজেই নিজের উদাহরণ ছিলেন, কিন্তু এই গুণাবলী তাঁর নিকট তাঁরই পরিবার থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কেননা সন্তানের শিক্ষার সর্বপ্রথম পাঠশালা হলো তার ঘর, সন্তানের সর্বপ্রথম শিক্ষক হলেন পিতামাতা এবং তাঁর পরিবার ছিলো ওহী ও ইলহামের কেন্দ্রবিন্দু আর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঝর্ণাধারা, তাঁর পরিবার ছিলো সমগ্র জগতের ঈর্ষনীয় ও তাজাল্লীর কেন্দ্রবিন্দু, তাঁর পরিবার ছিলো ইবাদত ও রিয়াযত এবং দানশীলতার কেন্দ্রবিন্দু, তাঁর পরিবার ছিলো যুহদ ও তাকওয়া এবং পরহেযগারীতার উৎস, তাঁর পরিবার ছিলো গরীবের চাহিদা পূরণকারী এবং দুঃখীদের আশ্রয়স্থল, তাঁর তো শিশুকাল থেকেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এমন বরকতময় নূরানী ও আধ্যাত্মীক পরিবেশ লাভ করেছিলেন যে, **উভয় জগতের মালিক ও মুখতার, প্রিয়**

নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কোল থেকেই শিক্ষা অর্জিত হয়েছে, **রাসূলে পাক, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিশেষ ফয়যান অর্জিত হয়েছে, এই কারণেই তো,

হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জ্ঞান বিজ্ঞানে অনন্য ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসার ও তাওয়াক্কুলের অধিকারী ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাহস ও বীরত্বে অতুলনীয় ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকওয়া ও পরহেযগারীতার অধিকারী ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সদকা ও খয়রাতের অতুলনীয় উদাহরন ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সর্বাবস্থায় ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতায় অভ্যস্ত ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কল্যাণের কাজে অগ্রগামী হয়ে অংশগ্রহনকারী ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইবাদত ও রিয়াযতের অধিকারী ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নফল ইবাদত এবং অধিকাহারে কোরআন তিলাওয়াতের আগ্রহী ছিলেন, এমনকি অসংখ্য বর্ণনায় তাঁর ইবাদত ও রিয়াযত, নফল নামায এবং কল্যাণমূলক কাজে অগ্রগামী হয়ে অংশগ্রহন করার আলোচনা পাওয়া যায়, আসুন! তাঁর ইবাদত সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা শ্রবণ করি:

নিয়মিত নামায রোযার অনুসারী

১. আল্লামা ইবনে আসীর জাযরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: كَانَ الْحُسَيْنُ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ فَاضِلاً كَثِيْرَ الصَّوْمِ وَالصَّلٰوةِ وَالْحَجِّ وَالصَّدَقَةِ وَاَفْعَالِ الْخَيْرِ جَمِيْعِهَا অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অধিকহারে নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন, হজ্ব করতেন, সদকা ও খয়রাত দিতেন এবং সমস্ত কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহন করতেন।

(আসাদুল গা'বা, আল হোসাইন বিন আলী, ২/২৮, নম্বর ১১৭৩)

২. তাঁর সন্তান হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যয়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমার সম্মানিত আব্বাজান হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দিন এবং রাতে এক হাজার রাকাত রফল নামায আদায় করতেন।

(আকদুল ফারিদ, বাবু মান কালামি যিহাদ ওয়া আখবারিল ইবাদ, ৩/১১৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে ইমাম হোসাইন! আপনারা শুনলেন তো! হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কিরূপ ইবাদতের আগ্রহী ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অধিকাহরে রোযা রাখতেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অধিকহারে নফল নামায আদায় করতেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অধিকহারে সদকা ও খয়রাত দিতেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অধিকহারে নেক আমল করতেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হজ্ব আদায়ে আগ্রহী ছিলেন, মোটকথা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর জীবনের রাতদিন **আল্লাহ পাকে**র আনুগত্য ও বাধ্য কাজে এবং ইবাদত ও রিয়াযতে অতিবাহিত করেছেন এবং কোন মুহূর্ত (Moment) অহেতুকতায় কাটাননি বরং সর্বদা অন্তর **আল্লাহ পাকে**র স্মরণে লিপ্ত থাকতো আর মুখ **আল্লাহ**র যিকিরে ব্যস্ত থাকতো, যেনো তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উটতে বসতে, চলতে ফিরতে, পানাহার করতে, ঘুমানো ও জাগ্রত অবস্থায় মোটকথা সর্বাবস্থায় **আল্লাহ পাকে**র যিকির করতেন এবং বিশেষ করে নামায আদায়ের প্রতি খুবই মনযোগী থাকতেন আর খুবই আগ্রহ ও উদ্দীপনায় নামায আদায় করতেন, কেননা নামাযের শিক্ষা শিশুকাল থেকেই **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে অর্জন হয়েছিলো, এটি মাদানী প্রশিক্ষণেরই ফয়েয ছিলো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ফরয নামাযের পাশাপাশি অধিকহারে নফল নামাযও আদায় করতেন।

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! উৎসর্গিত হয়ে যান! রাসূলের নাতি হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইবাদত ও রিয়াযতের আগ্রহের প্রতি যে, জান্নাতি যুবকদের সর্দার, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী, আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী, শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহজাদা, হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর কলিজার টুকরো, **জান্নাতের মালিক, প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নাতি, আহলে বাইতে মুস্তফার অন্তর্ভূক্ত এবং আহলে বাইতের শান এমন যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোন বান্দা পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমাকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসবে না আর আমার সত্তা তার নিজের সত্তার চেয়ে বেশি প্রিয় হবে না আর আমার সন্তান তার নিজের সন্তানের চেয়ে বেশি প্রিয় হবে না আর আমার আহলে বাইত তার নিজের পরিবারের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে যাবে না।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুব্বুন নবী, ২/১৮৯, হাদীস ১৫০৫)

হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাহাবায়ে কিরামের অন্তর্ভুক্ত আর সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان শান হলো যে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ খয়রাত করা, আমার কোন সাহাবীর সোয়া সের যব খয়রাত করা বরং এর অর্ধেকের সমানও হতে পারে না।

(বুখারী, কিতাবু ফযায়িলে আসহাবীন নবী, ২/৫২২, হাদীস ৩৬৭৩)

এই সকল ফযীলতের পরও হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর অবস্থা এমন ছিলো যে, ফরযের পাশাপাশি অধিকহারে নফল ইবাদতও করতেন। এবার আমরা আমাদের ব্যাপারে একটু ভাবি যে, আমরা কি ফরয নামায পড়ি? ফরয রোযা রাখি? যাকাত শরীয়তের পদ্ধতি অনুসারে আদায় করি? **আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্ট করার কাজে আমল করে জীবন অতিবাহিত করি? ক্ষমতা থাকার পরও শরীয়তের পদ্ধতি অনুসারে ফরয হজ্ব আদায় করি কি না? আফসোস! আমাদের তো ফরয নামাযের বেলায় উদাসিনতা দিনদিন বেড়েই চলছে, কানে আযানের আওয়াজ আসে কিন্তু আমরা আমাদের কাজকর্মের ব্যস্ততার বাহানা দিয়ে বা অলসতার (Laziness) কারণে নামায কাযা করে দেয়াতে লজ্জা অনুভব করছি না আর গুনাহের বেলায় তো আমাদের অলসতা খুব দ্রুত প্রাণ চাঞ্চল্যে পরিবর্তন হয়ে যায়। অনেকে তো এমনও মুখ পাতলা হয়ে থাকে যে, যখন তাদেরকে দ্বীনের প্রতি সহানুভূশীল কোন ইসলামী ভাই বুঝাতে গিয়ে নেকীর দাওয়াত দেয় এবং নামায আদায় করার উৎসাহ দেয় তবে বলে "اِنۡ شَآءَ اللّٰہ **আগামী শুক্রবার থেকে আবারো শুরু করবো বা রমযান থেকে নিয়মিত নামায আদায় করবো**" এভাবে কোন ধরনের লজ্জা ও দ্বিধা না করেই খুবই নির্লজ্জতার সহিত مَعَاذَاللّٰہ এই বিষয়টি যেনো ঘোষনা করছে যে, আমরা নামায বর্জন করার এই কবীরা গুনাহটি শুক্রবার পর্যন্ত বা রমযানুল মুবারক পর্যন্ত অব্যাহত রাখবো। সম্ভবত এই কারণেই আজ আমাদের ঘরে একতা নেই, প্রতিদিন ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে, প্রত্যেকেই আয় রোজগারে বরকত হীনতার কারণে চিন্তিত (Worried), কোথাও পিতামাতা অবাধ্য সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট, আর কোথাও ভাই ভাইয়েই মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।

সন্তানকে উত্তম প্রশিক্ষণ দিন

হে আশিকানে রাসূল! সম্ভবত এটাই কারণ যে, আমরা **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণীর প্রতি আমল করা ছেড়ে দিয়ে দিনরাত তাঁদের

অবাধ্যতা মূলক কাজে লিপ্ত হয়ে গেছি, শুধু আমরা নিজেরা নামায থেকে দূরে যাইনি বরং আমাদের সন্তান এবং পরিবারের সদস্যরাও নামায থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আর আমরা আমাদের সন্তানদের উত্তম প্রশিক্ষণ দিচ্ছি না, তাদেরকে নামাযের মানসিকতাও দিচ্ছি না, অথচ আমাদের সন্তানদেরকে উত্তম প্রশিক্ষণ দেয়া উচিৎ এবং শিশুকাল থেকেই তাদেরকে নামাযের মানসিকতা দেয়া উচিৎ।

মনে রাখবেন! যদি সন্তানদের শিশুকাল থেকেই নাজায়িয ও হারাম কাজ থেকে বাঁচিয়ে তাদের উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি মনোযোগ দেয়া হয় তবে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার তার সাথী হবে, যেমনটি সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ শিশুকালেই উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বরকতে অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী হয়েছেন, সুতরাং পিতামাতার উপর আবশ্যক যে, শিশুদের উত্তম প্রশিক্ষণ দেয়া, অন্যথায় কাল কিয়ামতের দিন এসম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এক ব্যক্তিকে বলেন: নিজের সন্তানদের উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দাও, কেননা তোমার নিকট তোমার সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, তুমি তার কিরূপ প্রশিক্ষণ করেছো এবং তুমি তাকে কি শিক্ষা দিয়েছো।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুকুকুল আউলাদু ওয়াল আহলিইন, ৬/৪০০, হাদীস ৮৬৬২)

পিতামাতার উপর সন্তানের যে হক আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি হক উপস্থাপন করছি: (১) কথা বলতে শুরু করতেই اَللّٰہ অতঃপর لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ এরপর সম্পূর্ণ কলেমায়ে তৈয়্যবা শিখানো। (২) যখন বুঝতে শিখবে তখন আদব শিখান, খাবারের, পান করার, হাসার, বলার, উঠার, বসার, চলাফেরার, লজ্জা, সম্মান, বুযুর্গদের আদব, পিতামাতা, উস্তাদ এবং কন্যা সন্তানকে স্বামীর আনুগত্যের পদ্ধতি ও আদব বলা। (৩) কোরআন মজীদ পড়ানো। (৪) নেককার, মুত্তাকী, বিশুদ্ধ সুন্নী আকীদা সম্পন্ন বেশি বয়সী উস্তাদকে সমর্পণ করে দিন এবং কন্যা সন্তানকে নেককার সতী সাধ্বী মহিলাকে দিয়ে পড়ান। (৫) কোরআন খতমের পর সর্বদা তিলাওয়াত করার প্রতি জোর দেয়া। (৬) ইসলামী আকীদা ও সুন্নাত শিখানো, কেননা ছোট্ট শিশুরা ইসলামী স্বভাব নিয়েই জন্ম গ্রহন করে, তারা সত্যকে গ্রহন

করার ক্ষমতা রাখে সুতরাং এই সময়েই জানানো পাথরের চিহ্ন হয়ে যাবে। (৭) **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা এবং সম্মান তাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিন, কেননা এটাই ঈমানের মূল এবং আসল ঈমান। (৮) **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তান ও সাহাবা এবং আউলিয়া ও ওলামাদের ভালবাসা ও মহত্বের শিক্ষা দিন, কেননা তা সুন্নাতের মূল ও ঈমানের অলঙ্কার বরং ঈমানের দৃঢ়তার উপায়। (৯) সাত বছর বয়সে নামাযে জন্য মৌখিকভাবে বলা শুরু করে দিন। (১০) ইলমে দ্বীন বিশেষকরে অযু, গোসল, নামায, রোযার মাসআলা, তাওয়াক্কুল, অল্পেতুষ্টিতা, একনিষ্টতা, বিনয়, আমানত, সত্যবাদীতা, ন্যায়, লজ্জা, অন্তর ও মুখের নিরাপত্তা ইত্যাদি গুণাবলীর ফযীলত, লোভ ও লালসা, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, সম্মান ও প্রসিদ্ধির ভালবাসা, লৌকিকতা, নিজেকে উত্তম মনে করা, অহঙ্কার, খেয়ানত, মিথ্যা, অত্যাচার, অশ্লিলতা, গীবত, হিংসা, বিদ্ধেষ ইত্যাদির মন্দের নিকৃষ্ট দিক পড়ান। (১১) বিশেষকরে ছেলে সন্তানের হকের মধ্যে হলো যে, তাকে লেখাপড়া (অর্থাৎ কোন বিষয়ে পারদর্শী হওয়া), (১২) সূরা মায়েদা শিক্ষা দেয়া। (১৩) বিশেষকরে কন্যা সন্তানের হকের মধ্যে হলো, তার জন্মে অসন্তুষ্ট না হওয়া বরং আল্লাহ পাকের নেয়ামত মনে করা, তাকে সেলাই, সুতা বুনা ও কাটা, রান্না শিখানো এবং সূরা নূর শিক্ষা দেয়া। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৪৫২-৪৫৫)**

মনে রাখবেন! যদি আমরা আমাদের সন্তানদের সংশোধনের চেষ্টা না করি এবং তাদেরকে নিয়মিত নামায, রোযার অভ্যস্ত না করি তবে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনার (Disgrace) পাশাপাশি দুনিয়াবী ক্ষতি এরূপ হবে যে, বড় হয়ে আমাদের কথা শুনবে না, আমার উপর চোখ রাঙ্গাবে এবং প্রতিদিন আমাদের চিন্তা বৃদ্ধি করতে থাকবে, কিন্তু তখন আফসোস করা ছাড়া আর কোন কিছুই করার থাকবে না।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কোরআন তিলাওয়াতের প্রেরণা

হে আশিকানে ইমামে হোসাইন! যেমনিভাবে সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ অধিকহারে ইবাদতের উৎসাহী ছিলেন এবং অধিকহারে নফল নামায আদায় করার আগ্রহী ছিলেন, তেমনিভাবে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর অধিকহারে কোরআন

তিলাওয়াত করারও অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন। আসুন! তাঁর অধিকহারে কোরআন তিলাওয়াত করা সম্পর্কে শ্রবণ করি।

হযরত ইমাম শা'আবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: رَاَيْتُ الْحُسَيْنَ يَتَخَتَّمُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَان অর্থাৎ আমি দেখেছি সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ রমযানুল মুবারকে সম্পূর্ণ কোরআন মজিদ খতম করতেন। (সিয়রে আলামুন নিবালা, আল হুসাইর বিন আলী, ৪/৪১০)

কোরআনের আমলদার আলিম

হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কোরআনের আমলদার আলিম, তাকওয়া ও পরহেযগারিতার অধিকারী, খোদাভীতি সম্পন্ন এবং দানশীল ছিলেন।

(শাহাদাতে নাওয়াসায়ে সায়্যিদুল আবরার, ৪৭৩ পৃষ্ঠা)

কোরআন তিলাওয়াত ও নামাযের প্রতি ভালবাসা

হে আশিকানে ইমাম হোসাইন! হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর কোরআনে করীম এবং নামাযের প্রতি ভালবাসার অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, ৯ মুহাররামুল হারাম যখন এজিদ বাহিনীর সাথে মীমাংশা করার আশার শেষ হয়ে গেলো তখন ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাঁর ভাইকে বললেন: যেকোন ভাবে এই যুদ্ধ আগামীকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করুন এবং আজ রাতটি আমি **আল্লাহ**র ইবাদতের জন্য পেয়ে গেলে তবে খুব ভাল হয়। যদি সুযোগ পাই তবে আজকের রাতে নামায, দোয়া এবং ইস্তিগফারে অতিবাহিত করবো, কেননা আমি **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্যই নামায ও কোরআন তিলাওয়াতকে ভালবাসি আর অধিকহারে দোয়া ও ইস্তিগফার করা আমার অভ্যাস। (আল কামিলু ফিত তারিখ, ৩/৪১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা"

হে আশিকানে রাসূল! নামায ও তিলাওয়াতের প্রতি ভালবাসার প্রেরণা পেতে এবং দোয়া ও ইস্তিগফারের অভ্যাস গড়তে যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে অংশগ্রহন করুন। যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ হলো **"মাদানী মুযাকারা"**। ✲ اَلْحَمْدُ لِلّٰه **"মাদানী মুযাকারা"** দেখা ও শুনার

বরকতে শরীয়তের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার মানসিকতা নসীব হয়। ✲ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আশিকানে রাসূলের সহচর্য অর্জিত হয়। ✲ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আমলের প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। ✲ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ✲ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব নসীব হয়। ✲ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাম্প্রতিক তথ্য (Updates) জানা যায়। ✲ **মাদানী মুযাকারা** ইলমে দ্বীনে উন্নতির উপায়। ✲ **মাদানী মুযাকারা** হলো আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জীবনের হাজারো বরং অসংখ্য অভিজ্ঞতা থেকে মাদানী প্রশিক্ষণ অর্জনের উত্তম উপায়। ✲ **মাদানী মুযাকারা**য় দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি চারিত্রিক প্রশিক্ষণও হয়ে থাকে। ✲ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট কৃত বিভিন্ন প্রশ্নের চিত্তাকর্ষক উত্তরের আদলে ইলমে দ্বীন অর্জিত হয় এবং ইলমে দ্বীনের ফযীলত সম্পর্কে কি আর বলবো!

এক হাজার রাকাত নফল নামায থেকে উত্তম

হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: হে আবু যর (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ)! তোমার এই অবস্থায় ভোর হওয়া যে, তুমি **আল্লাহ পাকে**র কিতাব থেকে একটি আয়াত শিখেছো, তবে তা তোমার জন্য একশত (১০০) রাকাত নফল নামায পড়া থেকে উত্তম এবং তোমার এই অবস্থায় ভোর হওয়া যে, তুমি ইলমের একটি অধ্যায় শিখেছো, যার উপর আমল করা হোক বা না হোক, তবে তা তোমার জন্য এক হাজার (১০০০) রাকাত নফল নামায পড়া থেকে উত্তম। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ১/১৪২, হাদীস নং-২১৯)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰه অসংখ্য ইসলামী ভাই মাদানী মুযাকারার বরকতে নিজের গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নিয়েছে। আসুন! নিয়্যত করি যে, আমরাও প্রতি সপ্তাহে **"মাদানী মুযাকারা"** দেখাকে নিশ্চিত করবো এবং অপর ইসলামী ভাইকেও মাদানী মুযাকারা দেখার দাওয়াত দিতে থাকবো اِنْ شَآءَ الله। সাপ্তাহিক **মাদানী মুযাকারা** ছাড়াও বিভিন্ন সময়েও **মাদানী মুযাকারা** হয়ে থাকে, যেমন; মুহাররামুল হারামের ১০ দিন

মাদানী মুযাকারা, রবিউল আউয়ালের **১২** দিন **মাদানী মুযাকারা**, রবিউল আখিরের **১১** দিন **মাদানী মুযাকারা**, রমযান মাসে প্রতিদিন ২টি **মাদানী মুযাকারা**, যিলহজ্ব মাসের **১০** দিন **মাদানী মুযাকারা** ইত্যাদি।

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে **"সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা"** শুনার বরকতের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়া ব্যক্তির মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

প্রিয় নবী ﷺ এর ভালবাসায় অন্তর আলোকিত হয়ে গেলো

মুর্শিদের দেশের এক ইসলামী ভাই সুন্নাত থেকে দূরে ফ্যাশনের নেশায় মগ্ন ছিলো, নিত্য নতুন ফ্যাশনের পোষাক পরিধান করা, অহেতুক নিজের মূল্যবান মুহূর্ত নষ্ট করা তার স্বভাব ছিলো। **আল্লাহ পাকে**র স্মরণ থেকে উদাসিন ছিলো, নেকীতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার মানসিকতা কিছুটা এভাবে হলো যে, একবার তার **"মাদানী মুযাকারা"** শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, এর বরকতে তার জীবনের দৃশ্য পটই পরিবর্তন হয়ে গেলো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাধারণ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা অসংখ্য জ্ঞানের সমাহার **"অমূল্য ভান্ডার"** কুঁড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ অর্জিত হলো, **খোদাভীতি** এবং **ইশকে রাসূলে**র কিরণে তার অন্ধকার অন্তর আলোকিত হয়ে গেলো, পূর্ববর্তি জীবনের প্রতি লজ্জিত হতে লাগলো, সুতরাং সে অবশিষ্ট জীবনকে মূল্যবান মনে করে ফ্যাশনের (Fashion) ভয়াবহতা থেকে পিছু ছাড়িয়ে নিলো, সুন্নাতের প্রতি আমল করা এবং নিয়মিত নামাযের অনুসারী হওয়ার দৃঢ় অঙ্গিকার করে নিলো, মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিলো, দাঁড়ি শরীফ দ্বারা চেহারা আলোকিত করে নিলো এবং নেকীর উপর স্থায়ীত্ব পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। আর নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর জন্য প্রতি মাসে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করে নিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আমরা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইবাদতের ঘটনাবলী শ্রবণ করছিলাম, যেমনিভাবে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ফরয ও ওয়াজিব সমূহ নিয়মিত আদায় করার পাশাপাশি অধিকহারে নফল নামায আদায় করতেন, তেমনিভাবে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অধিকহারে নফল সদকা ও খয়রাত করতেন, গরীব ও মিসকিনদের সাহায্য করতেন, কেননা তা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পারিবারিক ভাবে পেয়েছেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আহলে বাইতের দানশীল পরিবারের সন্তান ছিলেন, তাই দানশীলতা এবং **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করাতে কারো থেকে কম ছিলেন না, তাঁর সত্তায় সদকা ও খয়রাতের প্রেরণা এমনভাবে পরিপূর্ণ ছিলো যে, অনেক সময় তো নিজের প্রয়োজনিয় জিনিসও আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজনিয়তার প্রতি উৎসর্গ করে দিতেন।

দয়ালূ হোক এমনই

একবার এক ব্যক্তি হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের অভাব অনটন ও দারিদ্রতার অভিযোগ করলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: কিছুক্ষণ বসো! আমার ভাতা আসছে, ভাতা আসার সাথেসাথেই আমি আপনাকে বিদায় দিবো। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পক্ষ থেকে এক এক হাজার দিনারের পাঁচটি থলে তাঁর দরবারে উপস্থাপন করা হলো। বার্তা বাহক আরয করলো: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন যে, সামান্য কিছু মুদ্রা রয়েছে, এগুলো গ্রহন করে গরীবদের মাঝে বিতরন করে দিন।

হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সমস্ত মুদ্রা সেই গরীবকে দিয়ে দিলেন এবং তার নিকট ক্ষমা চাইলেন যে, তাকে অপেক্ষা করতে হলো।

(কাশফুল মাহজুব, বাবু যিকরি আইম্মাতুহুম মিন আহলিল বাইত, ৭৭ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে ইমাম হোসাইন! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে দু'টি মাদানী ফুল অর্জিত হলো:

(১) হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সদকা ও খয়রাত করা এবং গরীব, অভাবী, নিঃস ও অসহায়দের সাহায্য করাতে অভ্যস্ত ছিলেন, যেমনটি এখনই আমরা

শুনলাম তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সমস্ত মুদ্রাগুলো সাথেসাথে গরীব ও অসহায়কে দান করে দিলেন কিন্তু আফসোস! বর্তমানে আমরা কৃপণতা করি এবং সদকা ও খয়রাত করার ব্যাপারে অলসতা করি, যদি কোন অভাবী লোক এসেও যায় তবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাকে সাহায্য করি না আর যদি কখনো কাউকে সাহায্য করার তৌফিক হয়েও যায় তবে প্রসিদ্ধি ও লোকিকতার আপদে লিপ্ত হয়ে ছবি তুলি অতঃপর তা সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করে মানুষের পক্ষ থেকে নিজের বাহবা অর্জনের মতো মন্দ অভ্যাসে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা ঢেউ খেলে যায়।

মনে রাখবেন! সদকা ও খয়রাত করাতে প্রকাশ্যভাবে সম্পদ তো কমে যায় কিন্তু আসলে বরকতই বরকত হয়ে থাকে।

সদকা দেয়াতে সম্পদ কমে না

প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَانَقَصَ مَالٌ مِنۡ صَدَقَةٍ অর্থাৎ সদকা দেয়াতে সম্পদ কমে না। (মু'জামু আওসাত, মান ইসমুহু আহমদ, ১/৬১৯, হাদীস ২২৭০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাক শুনে আশা করি এই কুমন্ত্রণা কেটে গেলো যে, সদকা দেয়াতে সম্পদ কমে যায়। অতএব যখনই সুযোগ হয়, কম হোক বা বেশি, আমাদের সদকা করার ব্যাপারে কৃপণতা করা উচিৎ নয়।

দ্বিতীয় বিষয়

হে আশিকানে রাসূল! ঘটনাটি থেকে দ্বিতীয় বিষয় এটি জানতে পারলাম যে, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বিনয় ও নম্রতার অধিকারী ছিলেন, তাইতো একটু দেরি হওয়াতে সেই ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাইলেন, অথচ তাঁর জন্য ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন ছিলো না, কিন্তু তবুও ক্ষমা চাইলেন, আর যদি আমরা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করি তবে বিনয় ও নম্রতা তো দূরের বিষয়, আমরা ভুলে উপর ভুল (Mistakes) করার পরও তার কোন তোয়াক্কা করিনা এবং গর্ব করে বলতে শুনা যায় যে, **ভাই আমি তো ভালর সাথে ভাল আর মাস্তানের সাথে মাস্তান, যে আমার সাথে ঝগড়া করবে, আমি তাকে ছাড়বো না, যে আমাকে একটি কথা শুনাবে, আমি তাকে দশটি কথা শুনাবো, যে আমাকে কষ্ট দিবে, আমি তার বেঁচে থাকা হারাম করে দিবো,**

আর আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن তো নিজের সাথে খারাপ ব্যবহারকারীদের সাথেও সদাচরন করতেন, ভুল না হওয়ার পরও ক্ষমা চেয়ে নিতেন, গালি প্রদানকারীদেরও দোয়া করতেন, মনে কষ্ট প্রদানকারীদেরকেও মার্জনা করে দিতেন আর অপর দিকে সেই লোকদের অবস্থা, যারা শরীয়তের বিনা কারণে মানুষের মন ভেঙ্গে থাকে, জেনে শুনে মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকে, মানুষের গীবত করে, অন্যায়ভাবে অপরের জিনিস আত্মসাৎ করে নেয়, হাসি ঠাট্টা করা ব্যক্তিদের গালি দেয়, মানুষের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকে ইত্যাদি।

সুতরাং ঐসকল লোকেরা, যারা এই আপদে লিপ্ত, তাদের উচিৎ, তারা এই মন্দ অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরন করে ক্ষমা ও মার্জনা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, নম্রতা এবং বিনয়ের অভ্যাস গড়া, কেননা বিনয় ও নম্রতায় অভ্যস্তরা সবার পছন্দনীয় হয়ে যায় আর অহঙ্কার ও কথায় কথায় ঝগড়া করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়াদের লোক ঘৃণা করতে থাকে।

প্রচার ও প্রকাশনা মজলিশ

হে আশিকানে রাসূল! অহঙ্কারের পিছু ছাড়ুন, বিনয় অবলম্বন করুন আর বিনয়ের মানসিকতা পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরুন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** ইলমে দ্বীন প্রসার এবং **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের কল্যাণের প্রেরণা নিয়ে দ্বীনের খেদমতে প্রায় ১০৮টি বিভাগে কাজ করে যাচ্ছে, যার মধ্যে একটি হলো **"প্রচার ও প্রকাশনা মজলিশ"**। এই বিভাগ ৭ রবিউল আউয়াল ১৪২৭ হিঃ ৬ মে ২০০৬ ইংরেজীতে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শূরার বিশেষ অনুমতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই বিভাগটি হাজারো কিতাব ওলামায়ে কিরাম, পীরে তরীকত, প্রফেসার, জামেয়া এবং লাইব্রেরীতে পৌঁছানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছে। মাসিক ম্যাগাজিনের এডভেরটাইজ এবং ওলামায়ে কিরামদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে আমীরে আহলে সুন্নাত

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়ার প্রকাশিত কিতাব ও মাসিক ম্যাগাজিন ফয়যানে মদীনা পাঠানো হয়। **আল্লাহ পাক "প্রচার ও প্রকাশনা মজলিশ"**কে উত্তরোত্তর সাফল্য দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সৈয়দ বংশীয়দের সম্মানের মাদানী ফুল

হে আশিকানে রাসুল! আসুন! সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবন করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইত (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ) এর মধ্য থেকে কারো সাথে ভাল আচরন করলো, আমি কিয়ামতের দিন তার প্রতিদান তাকে দান করবো। (জামে সগীর, ৫৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮৮২১) (২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি হযরত আব্দুল মুত্তালিবের বংশের মধ্য হতে কারো সাথে দুনিয়ায় কল্যাণ করলো, তার প্রতিদান দেয়া আমার উপর আবশ্যক, যখন সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে সাক্ষাত করবে। (তারিখে বাগদাদ, ১০/১০২, হাদীস নং-৫২২১) ✯ সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান করা ফরয এবং তাদের অবমাননা করা হারাম। (কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ২৭৭ পৃষ্ঠা) ✯ সৈয়দ বংশীদের সম্মান ও আদবের মূল কারণ হলো যে, তারা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীর মুবারকের টুকরো। (সা'আদাতে কিরাম কি আযমত, ৭ পৃষ্ঠা) ✯ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও আদবের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, ঐ সকল জিনিষ যা **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পৃক্ত তারও সম্মান করা। (আশ শিফা, ৫২ পৃষ্ঠা, ২য় অংশ) ✯ সম্মানের জন্য নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং কোন সনদেরও প্রয়োজন নেই, যারাই নিজেদেরকে সৈয়্যদ বংশীয় বলে তাদের সম্মান করা উচিৎ। (সা'দাতে কিরাম কি আযমত, ১৪ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

সৈয়দ বংশীয়দের সম্মানের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)